আপনার শহরকে পরিচ্ছন্ন
ও সবুজ রাখুন

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সচিবালয় বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন' প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সিটি লেবেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি)'র ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব আবদুস সবুর লিটন মাননীয় প্যানেল মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সভার স্থান	:	টাইগারপাসস্থ চসিক সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ	:	২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি.
সময়	:	বেলা ৩.০০ ঘটিকা

সভার শুরুতে মাননীয় প্যানেল মেয়র জনাব আবদুস সবুর লিটন অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত মেয়র প্যানেলের সদস্যবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, উপস্থিত সরকারি ও অসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে স্বাগত জানান। অতঃপর সভা পরিচালনা করার জন্য চসিকের সচিব জনাব খালেদ মাহমুদকে অনুরোধ জানালে তিনি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, কর্পোরেশন এলাকায় উন্নয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তথ্যসমূহ নাগরিকদের গোচরীভূত করা, বাজেট প্রণয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সিএলসিসি কমিটির মাধ্যমে নগরবাসীকে অবহিত ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করা হবে। যেটা জনগণের চাহিদা, যেটা জনগণ চায়, সেসব অভাব-অভিযোগের কথা এবং কিভাবে তা কমানো যায় তা সভায় তুলে ধরার অনুরোধ করেন ।

এ পর্যায়ে তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন' প্রকল্পে জাইকার প্রতিনিধি সিটি গভর্ন্যান্স স্পেশালিষ্ট জনাব ব্রজ কিশোর ত্রিপুরাকে সভা সঞ্চালনের অনুরোধ জানালে তিনি উন্নয়ন সহযোগী জাইকার কার্যক্রম তুলে ধরেন। সিটি কর্পোরেশনের এসজিআই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরে কমিটিসমূহের সভাগুলো যেন নিয়মিত হয় সে ব্যাপারে নজর দেওয়ার উপর আলোকপাত করেন। এছাড়া চসিক প্রবিধান প্রণয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন আইন'২০০৯ এর আওতায় স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত ও অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করে চলতি অর্থবছরের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণে কারিগরি কমিটি সমর্থ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাইকার সিফোরসি প্রকল্পের চীফ এডভাইজার মিজ নাওকো আনজাই বলেন, সিএলসিসি'র মূল উদ্দেশ্য হলো সিটি কর্পোরেশনের শুধু অর্জনগুলো নয়, তা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জনগণকে সততার সাথে সরাসরি অবহিতকরণের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা। পাশাপাশি সম্ভাব্য সমাধান প্রস্তাবনার মাধ্যমে অংশীজনদের সাথে নিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এরপর তিনি জাপানের ট্যাক্স পদ্ধতির অভিজ্ঞতা জানান। সরকার ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সিএলসিসি ও ডব্লিউএলসিসি সভাগুলো নিয়মিত আয়োজন করার তাগিদ দেন। পরিশেষে "সুশাসন জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা" -এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর জনাব ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা বিভিন্ন সময় করা জনমত জরিপের উপর আলোচনা করেন। তিনি বলেন, জরিপের উদ্দেশ্য নাগরিকদের মতামত জানা এবং তাদের সন্তুষ্টির মাত্রা জানা; দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিকদের ধারণা নিরুপণ করা। সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত সেবা টিকাদান কর্মসূচি, কোভিড টিকাদানে লোক সন্তুষ্ট কিন্তু মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবাতে আরো উন্নতি করার প্রয়োজন রয়েছে বলে জরিপে উঠে এসেছে। এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত সভ্যগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত দেন।

কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ -এর মুহাম্মদ সেলিম জাহাঙ্গীর প্রশ্ন রেখে বলেন, ব্যবহার উপযোগী ফুটপাত কতটুকু উন্নতি হয়েছে বিগত নয় মাসে!; কসাইখানা ব্যাবস্থাপনায় ৬% লোক সন্তুষ্ট, যে গরুগুলো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জবাই করা হচ্ছে,

CamScanner

তা গ্রহণে ভোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত কার্যক্রমে ৬%, যান চলাচল নিয়ন্ত্রনে ৬%, টয়লেট ব্যবস্থাপনা ৬%, নারী বান্ধব বাজার ব্যবস্থাপনা ৬%; এ সকল ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নতির প্রত্যাশা করেন। বন্যা পরবর্তী সময়ে রাস্তা সংস্কারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। রাস্তায় অপরিকল্পিত ডিভাইডার দেওয়ার ফলে জনদূর্ভোগ চরমে পৌছেছে বলে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার দিকেও নজর দেওয়া উচিত বলে মতামত প্রদান করেন।

মমতা'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও লায়ন রফিক আহমদ বলেন, জরিপের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ জানতে পারছে। বিভিন্ন সেবায় অগ্রাধিকার তালিকা করে জনগণকে আরো বেশি সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া উচিত বলে মনে করেন। অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স এর বিষয়টা অনেক জনগণ এখনো জানে না, সকলে জানলে ট্যাক্স প্রদানের হার আরো বাড়তে পারতো বলে তিনি মনে করেন।

শিল্পী, সংগঠক ও পরিবেশ কর্মী শাহরিয়ার খালেদ বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা আর মশক একই সাথে সম্পর্কিত; জলাবদ্ধতা হলে সেখানে মশক হবেই, বিভিন্ন এলাকায় অধিবাসীর অনুপাতে ডাস্টবিন অনেক কম, যার কারণে নালায় ময়লা ফেলা হচ্ছে এ কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় মশক বিস্তার লাভ করছে। এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া উচিত বলে মনে করেন।

ইন্সটিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ এর সাবেক সেক্রেটারী ইঞ্জিনিয়ার শহীদ জরিপের ফলাফলে সেসব ঘাটতিগুলো রয়ে গেছে, সেগুলো পূরণ করার ব্যাপারে সকলকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

সাবেক কাউন্সিলর অ্যাডভোকেট রেহেনা বেগম রানু ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অনেক স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতা রয়েছে, তাদেরকে উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দখলকৃত ড্রেন পুনরুদ্ধার করে প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত এবং দখলকৃত দিঘি, পুকুর ও জলাশয় সংরক্ষণের জন্য সমন্বিত সভা করা দরকার। কর্ণফুলি শিশু পার্কসহ যেসব জায়গায় সড়ক বাতি নেই, সেখানে আলোকায়নের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন।

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেবদুলাল ভৌমিক বলেন, চট্টগ্রাম শহরে ফুটপাতের স্ট্রিট ফুডের দোকানসমূহ খুবই অস্বাস্থ্যকর। এক্ষেত্রে হেলদি সিটি গঠনের নিমিত্তে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে হেলদি স্ট্রিট ফুড প্রকল্প গ্রহণ করা যায় কিনা তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনের জন্য নগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা উন্নত করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।	১। প্রধান প্রকৌশলী, চসিক। ২। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক।
২.	হোল্ডিং ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে অন লাইন বিলিং ও পেমেন্ট সিস্টেম শতভাগ চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রচার কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।	১) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, চসিক ২। জনসংযোগ কর্মকর্তা, চসিক
৩.	দখলকৃত ড্রেন পুনরুদ্ধার করে প্রশস্ত করার এবং দখলকৃত দিঘি, পুকুর ও জলাশয় সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান প্রকৌশলী, চসিক। ২। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, চসিক। ৩। নগর পরিকল্পনাবিদ, চসিক।
৪.	নগরীর যেসব জায়গায় সড়ক বাতি নেই তা চিহ্নিত করে সেখানে পর্যায়ক্রমে আলোকায়নের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।	১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), চসিক।

CamScanner

৫.	যত্রতত্র ময়লা ফেলার কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা রোধে নগরীতে ডাস্টবিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশার ওষুধ ছিটানোর কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক।
৬.	সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণের কাজ নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কিত চাহিত তথ্য চসিকের জনসংযোগ শাখা হতে সংবাদ কর্মীদের নিকট প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। চসিকের তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সভায় আগত প্রতিনিধিবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২১.০৭.২০২৩

(আবদুস সবুর লিটন)
প্যানেল মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং: ৪৬.১১.১৬০০.০০১.১৮.০১৬.২২.৩২৩ তারিখ: ২৪/০৯/২০২৩

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে

১। জনাব....., মেয়র প্যানেলের সদস্য, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
২। জনাব.....,সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., চসিক।
৩। একান্ত সচিব, মাননীয় মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৫। জনাব ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা, সিটি গভর্ন্যান্স স্পেশালিষ্ট, 'স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন' প্রকল্প, জাইকা।
৬। জনাব.....।

২৪.৯.২৩

(খালেদ মাহমুদ)
সচিব
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

CamScanner